ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : প্রসঙ্গ মনোগ্রাম

রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম*

সারসংক্ষেপ : মনোগ্রাম যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির দৃষ্টিগত প্রতীক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিহ্নায়ক এর মনোগ্রাম। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু একটি বিদ্যায়তন নয়, এটি একটি জনপদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উত্থান ও বিবর্তনের ১০০ বছরের সাক্ষী। এ সাক্ষ্যের প্রামাণ্য উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে এর মনোগ্রামের মাঝেও; যা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান হয় প্রণীত হওয়ার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তিনবার এই মনোগ্রামের রূপ-নকশা পরিবর্তনের ফলে। সময়ের সাথে সাথে এই নকশার পরিবর্তিত রূপ এবং এর পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট মূলত এখানে আলোচ্য বিষয়। এছাড়া চিত্রানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে এই সকল মনোগ্রামে চিত্রিত বহুবিধ চিহ্নরূপী উপাদান যেমন-রং, রেখা, টেক্সচার, অক্ষর ইত্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

ভূমিকা

বাঙালি জাতির ইতিহাস ও সংগ্রামের সাক্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বাঙালি জাতিরই ইতিহাস। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে তা আমাদের জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা ও জীবনধারার মানোন্নয়নে সর্বজনীন স্বীকৃতি

* সহযোগী অধ্যাপক, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পেয়েছে। জাতীয় শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং মননশীলতা ও বিজ্ঞানচর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অতুলনীয়। এটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম, সর্ববৃহৎ এবং উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। গৌরবোজ্জ্বল এই বিশ্ববিদ্যালয় শতবৎসর পূর্ণ করেছে (১৯২১-২০২১)। যে ভূখণ্ডে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ঠিক ৫০ বছরের মধ্যে সেই ভূখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে (সূত্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট)। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু একটি বিদ্যায়তন নয়, এটি একটি জনপদের আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উত্থান ও বিবর্তনের ১০০ বছরের সাক্ষী। এ সময়কালীন বিভিন্ন প্রকাশনা, প্রচার ও সম্প্রচার মাধ্যমে এ সাক্ষ্যের প্রামাণ্য উপাদান উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির দৃষ্টিগত প্রতীক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামটি একটি প্রধান চিহ্নায়ক। কিন্তু এই প্রতীকটি প্রণীত হওয়ার পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে তিনবার এর রূপ-নকশাটি পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় মূলত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রাম ও তার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করা হয়েছে। যেহেতু মনোগ্রাম একটি প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তুলে ধরে এবং প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং চিত্রানুগ দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

প্রাচীন ভারতে বেশ কয়েকটি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের সেসব প্রতিষ্ঠানে মূলত ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা, যুদ্ধবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষা দেয়া হতো। তেরো শতকে দিল্লীতে সুলতানশাহী প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নব যাত্রার উন্মেষ ঘটে; গড়ে ওঠে জ্ঞানচর্চার নতুন কেন্দ্র। সুলতানী ও মোগল আমলে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি দর্শন, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির চর্চা হয়েছে। সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের পণ্ডিতগণ জ্ঞানচর্চায় নিবিষ্ট থেকে শিক্ষা দান করে গেছেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা, বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) ও

মাদ্রাজে। ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৫৭ সালের ১৮ জুলাই বোম্বে (মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৮৫৭ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূত্র: https: //www.caluniv.ac.in;https://admi.mu.ac.in/about-university.html; https://www.unom.ac.in)। এর ৬৪ বছর পর ১৯২১ সালে পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; যার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় একই বছরের ০১ জুলাই থেকে। এটি বাংলাদেশের তথা পূর্ব বাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে দুটি বিষয় কাজ করেছিল। একটি রাজনৈতিক আর অন্যটি অ্যাকাডেমিক। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চল নিয়ে নতুন একটি প্রদেশ গঠন হয়। ঢাকাকে করা হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের এই ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সেকালে সারস্বত সমাজের বিরোধিতার কারণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। নতুন প্রদেশ আর থাকে না, ফলে ঢাকা হারায় প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য, বিশেষ করে সাধারণ অবহেলিত মুসলমান সমাজের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে ১৯১১ সালে নতুন প্রদেশ বিলুপ্ত হলেও এ অঞ্চলের মানুষের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আদৌ যেন বন্ধ না হয়, সে-বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জানানো হয়। সে-সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এগিয়ে আসেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীসহ আরও অনেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অভিমানজনিত বেদনার উপশম করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ-ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। দ্বিতীয় কারণটি সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমিক। ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদনক্রমে তৎকালীন বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চেয়েছিল ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেলে কলকাতার বাইরে একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে ; এজন্য কর্তৃপক্ষ ঢাকাকে বেছে নেয়। এর পিছনে হয়তো কয়েকটি কারণ কার্যকর ছিল- প্রথমত ঢাকা ছিল পুরোনো ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ নগর। দ্বিতীয়ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার অ্যাকাডেমিক ভার থেকে খানিকটা রেহাই দেওয়া। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও ঢাকা শহরে অবস্থিত কলেজগুলোর দেখভালের দায়িত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়। সে-সময়ে ঢাকাতে দু'টি প্রতিষ্ঠিত অগ্রগণ্য কলেজ ছিল; বেসরকারি জগন্নাথ কলেজ ও সরকারি ঢাকা কলেজ (সূত্র : রহিম, ১৯৮১; অজয়, ২০১৩; মাসুম, ২০১৯; মকসুদ, ২০১৬; আয়শা, ২০১১)।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতির দৃষ্টিগত প্রতীক : মনোগ্রাম

'Mono' শব্দের অর্থ 'এক'। কোনো প্রতিষ্ঠান বা কার্যক্রমের উপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নামের প্রথম অক্ষর, মর্যাদাপূর্ণ চিহ্ন, স্বতন্ত্র বা সমন্বিত কম্পোজিশনে নকশার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব ও পরিচিতিমূলক দৃশ্যগত প্রতীকই মনোগ্রাম। বিভিন্ন অভিধানের শব্দার্থ অনুযায়ী Monogram-এর আভিধানিক অর্থ–

> দুই বা ততোধিক বর্ণ (বিশেষত নামের আদ্যক্ষর) জড়িয়ে তৈরি করা নকশা (যা রুমাল, নোটের কাগজ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়)।
>
> যে নকশায় কয়েকটি জড়ানো অক্ষর (বিশেষত : কোনো লোকের নামের আদ্যক্ষরসমূহ) খোদাই করা থাকে ; A set of letters, symbol, usually formed from the first letters of a person's names joined together, that is sewn or printed on clothes or other possessions.
>
> A motif of two or more interwoven letters, typically a person's initials, used to indentify a personal possession or as a logo. A design composed of one or more letters, typically the initials of a name, used as an identifying mark.

মনোগ্রামের বিভিন্ন পরিভাষাও রয়েছে, যেমন : সিল, প্রতীক (Emblem), লোগো, ক্রেস্ট, শিল্ড, ইনসিগনিয়া ইত্যাদি।

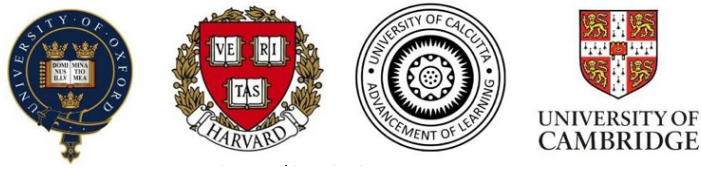

কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের নমুনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক এম. এ. রহিম-এর *The History of The University of Dacca* শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থ থেকে জানা যায়- ১৯২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল (বর্তমান সিন্ডিকেট)-এর প্রথম সভাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিল বা মনোগ্রাম তৈরি করার বিষয়টি বিবেচিত হয় এবং কাউন্সিল একটি প্রস্তাব দ্বারা উপযুক্ত লিপিসহ মনোগ্রাম তৈরির জন্য উপাচার্য মহোদয়কে নির্দেশ দেয়ার অনুমতি দেয়। উক্ত সভাতেই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশে 'Truth Shall Prevail' কথাটি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গ্রহণ করে, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র (Motto) হিসেবে গৃহীত হয়। এই মনোগ্রাম বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্ট ২০২০-এর ধারা ৩ (২)-এ উল্লেখ আছে- "The University shall have perpetual succession and common seal" (সূত্র : রহিম, ১৯৮১ : ২১)।

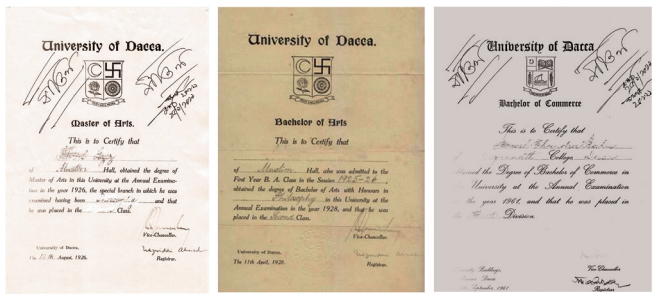

১৯২৬, ১৯২৮ ও ১৯৬১ সালে তিন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষা সনদে ব্যবহৃত দুটি মনোগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত চারটি চিহ্নসহ 'Truth Shall Prevail' লেখা একটি প্রতীক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই মনোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ ছিল না। পরবর্তী সময়ে এ মনোগ্রাম আরও তিনবার পরিবর্তন করা হয়। প্রথম মনোগ্রাম থেকে তৃতীয় মনোগ্রাম ছিল শুধু এক রঙে রেখার সাহায্যে নকশা করা। বর্তমান মনোগ্রামে তিনটি রং ব্যবহার করা হয়েছে–গাঢ় নীল জমিনে লাল ও সোনালি রং। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৩, প্রতিষ্ঠার ৯২ বছর' নামে স্যুভেনিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রামের ছবি ছাপা হয়েছে (সূত্র : সৈয়দ রেজাউর, ২০১৩ : ২৩)। সেখানে দেখা যায় বর্তমান মনোগ্রামের নীল রঙের সাথে মিলিয়ে পূর্ববর্তী তিনটি মনোগ্রামের জমিনে গাঢ় নীল রং ব্যবহার করা হয়েছে এবং মূল নকশা, প্রতীক, চিহ্ন, লেখা, রেখা ইত্যাদি উপাদান রিভার্স অর্থাৎ সাদা রংয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০১৩, প্রতিষ্ঠার ৯২ বছর' নামে স্যুভেনিরে মুদ্রণকৃত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের মনোগ্রাম

নিম্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আলোচিত হলো :

প্রথম মনোগ্রাম (১৯২১-১৯৫২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত প্রথম নকশাকৃত মনোগ্রামটি (চিত্র নং-১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল (১৯২১-১৯৫২ সাল অব্দি) থেকে পরবর্তী ৩১ বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি একাধিক প্রতীক সংবলিত মনোগ্রাম ; যেখানে চারটি চিহ্ন সন্নিবেশিত হয়েছে যার তিনটি সরাসরি তিন ধর্মের প্রতীক হিসেবে পরিচিত।

চিত্র : ১
১৯২১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মনোগ্রাম

শিল্ড (Shield-ঢাল, আত্মরক্ষার আবরণ) আকৃতিতে করা প্রথম মনোগ্রামটির মাঝ বরাবর উলম্ব (Vertical) ও অনুভূমিক (Horizontal) দুটি লাইনে সমানভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উপরিভাগের বাম দিকে অর্ধচন্দ্র (Crescent), ডানে স্বস্তিকা (Swastika) এবং নিচের অংশে বামে গোলাপ ফুল ও ডানে অশোক চক্র (Ashoka Chakra)। একদম নিচে ফিতা (Ribbon) আকৃতির ভেতরের অংশে ইংরেজিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটো-'TRUTH SHALL PREVAIL' বাক্যটি লেখা রয়েছে ; বাংলায় যার অর্থ হিসেবে বর্ণিত হতে পারে 'সত্য বিরাজমান'। মনোগ্রামটিতে বিভিন্ন চিহ্ন ও মটিফ সংযুক্ত হয়েছে।

অর্ধচন্দ্র (Crescent) : এখানে সম্পূর্ণ গোল বৃত্তকে অর্ধচন্দ্রের রূপ দেয়া হয়েছে। এই আকৃতির প্রতীকটি আঁকা হয়েছে মনোগ্রামে অঙ্কিত চতুষ্পার্শ্বের রেখার একই পুরুত্বে। এখানে উল্লেখ্য যে, চাঁদ মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি প্রতীক হিসেবে পরিচিত (সূত্র : www.britannica.com)। তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরূপে এই চিহ্নটি ব্যঞ্জনাময়।

স্বস্তিকা (Swastika) : মনোগ্রামের উপরের অংশে ডান দিকে ভরাট মোটা লাইনে স্বস্তিকার চিহ্ন আঁকা হয়েছে যা উপমহাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে এখানে যে স্বস্তিকা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা ডানমুখী প্রতীক (Right facing symbol) '卐'। এর অর্থ সূর্য (সূত্র : https : // en.wikipedia.org / wiki / Swastika); যা হিন্দুইজমের প্রতিনিধিত্ব করে।

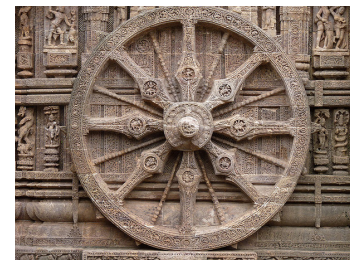

অশোক স্তম্ভে খোদাইকৃত চক্র

অশোক চক্র (Ashoka Chakra) : বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিত্বমূলক চিহ্ন। এই চিহ্নকে ভিত্তি করে মনোগ্রামে চারটি বৃত্ত দিয়ে নকশার রূপরেখা করা হয়েছে। অশোক স্তম্ভে যেরকম নকশা দেখা যায় সেরকম হুবহু রূপ দেয়া হয়নি, বরং এখানে নকশাকারের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। চক্র অঙ্কিত প্রান্ত রেখা ও মধ্যবর্তী বৃত্তের মাঝে আর্চ

জাতীয় নকশা পরপর একইভাবে গোল করে সাজানো। মাঝের বৃত্তে ওই একই নকশার পুনরাবৃত্তি (যেহেতুে এখানে জায়গা কমে এসেছে তাই নকশা ও রেখার ঘনত্ব ছোট ও কম)। অশোক চক্রের কেন্দ্র বিন্দু থেকে প্রথম যে ছোট বৃত্ত শুরু হয়েছে সেখানে ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে।

গোলাপ ফুল (Rose) : একটি ডালে দুটি পাতা সমেত ডানমুখী ফুল। ফুল ও পাতার চরিত্র বলে দেয় এটা গোলাপ। এটি আলোচিত মনোগ্রামের নিচে বাম পাশের অংশে রেখার সাহায্যে আঁকা, কোনো ভরাট বা মোটা লাইন নেই। এখানে গোলাপফুলের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ; যা সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে সর্বজনবিদিত।

দ্বিতীয় মনোগ্রাম (১৯৫২-১৯৭২)

চিত্র : ২
১৯৫২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মনোগ্রাম

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। সেই সাথে বঙ্গদেশকে ভাগ করে পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দিয়ে নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম এই দুটি অংশে বিভক্ত থাকে পাকিস্তান নামের একটি দেশ। পাকিস্তান আমলে ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের (চিত্র নং-২) নকশায় বদল এনে একসঙ্গে ইসলামি ও বাঙালি চরিত্র দেয়া হয়। একটি দেশ দুই ভাগে বিভক্ত-দুই অংশের ভাষা, আচার, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। এই বিভক্তিকরণ স্পষ্টভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মনোগ্রামের নকশাতে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদ রচিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা' বইতে বিধৃত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়-১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগা খানকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করা হয় ; যেখানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অ গঁংষরস টহরাবৎংরঃু হিসেবে অভিহিত করেন। নব-প্রতিষ্ঠিত শাসকশ্রেণি এই বক্তব্যে হৃষ্টতা অনুভব করলেও প্রগতিশীল

বাঙালি তাতে বিব্রত বোধ করে। ফলে এই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের মুখপাত্র *মর্নিং নিউজ* সংবাদপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকের ছবি নিয়ে মন্তব্য করে–

> "There are four emblems on it: A Swastika, typifying Nazi & Hindu cultures, a Lotus, the Hindu symbol of learning, an Asoka Chakra (wheel) and of course, to appease Muslims, a crescent. The crest first adopted in 1921, when the Dacca University was founded, still continues to be the emblem for the advancement of learning in the Muslim state of Pakistan." (সূত্র : মকসুদ, ২০১৬ : ১৪২)

যেহেতু নতুন রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে মুসলিম গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান বাঙালি জাতি অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে, সেহেতু এই মনোগ্রামের নকশায় মুসলিম ও বাঙালি চরিত্র একত্রে উপস্থাপন করা হয়।

আলোচ্য মনোগ্রামের (চিত্র নং-২) ওপরের ডানের অংশে রেহেলের উপর উন্মুক্ত কিতাব, সেখানে আরবিতে লেখা ; "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল লাজি খালাক্ব" (অর্থ: তোমার প্রভুর নামে পড়ো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন)। বাঁয়ে উল্লম্বভাবে (Vertical) পাকিস্তানের চাঁদ-তারকাশোভিত পতাকা। নিচের অংশে বাঁয়ে একটি পাটগাছ, ডানে ধানশিষ। মাঝের অংশে পানিতে ভাসমান নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রতীক পালতোলা নৌকা। নৌকার নিচের আঁকাবাঁকা দুটি রেখা দিয়ে নদীর ঢেউ বোঝানো হয়েছে। শিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরীর বক্তব্য অনুযায়ী মনোগ্রামটির নকশা এঁকেছেন তৎকালীন ঢাকা গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শিল্পী আনোয়ারুল হক। প্রথম মনোগ্রামের মতোই এটিও শিল্ড (ঝযরবষফ) আকৃতির, তবে প্রথমটার চেয়ে কিছুটা লম্বাটে। এখানে পাঁচটি প্রতীক সংযুক্ত হয়েছে এবং প্রতিটিই একই ঘনত্বের লাইনে উপস্থাপিত। ওপরের অংশ দুই ভাগে এবং নিচের অংশ তিন ভাগে বিভক্ত। একদম নিচে শিল্ডের ফিতা (Ribbon)-এর মাঝে ইংরেজিতে লেখা 'UNIVERSITY OF DACCA'। উল্লেখ্য যে, প্রথম মনোগ্রামে প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা ছিল না। প্রতিষ্ঠার ৩১ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে নিজস্ব নাম যুক্ত হয়।

মনোগ্রামটিতে ব্যবহৃত চিহ্নগুলোর বর্ণনা–

পবিত্র গ্রন্থ : এই মনোগ্রামে দেখা যায় ওপরের অংশের ডান পার্শ্বে অর্ধেকের বেশি অংশ জুড়ে অনুভূমিকভাবে খোলা উন্মুক্ত গ্রন্থ, যার অবস্থান একটি রেহেলের উপরে। গ্রন্থের দুই পাতা জুড়ে আরবি ক্যালিগ্রাফি শৈলীতে লেখা পবিত্র কোরআন-এর বাণী "ইকরা বিস্‌মি রাব্বিকাল লাজি খালাক্ব"। লিখিত বাণী পবিত্র কোরআন -এর এবং গ্রন্থটির অবস্থান রেহেলের ওপরে হওয়ার কারণে সহজেই প্রতীয়মান যে এটি একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ । গ্রন্থ, রেহেল ও ক্যালিগ্রাফির সবই একইরকম সমাকীর্ণ রেখার সাহায্যে অঙ্কিত। গ্রন্থ অঙ্কনে কয়েকটি রেখা দিয়ে অনেক বেশি পৃষ্ঠা সংবলিত মোটা ধরনের বই বোঝানো হয়েছে।

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা : মনোগ্রামের ওপরের অংশের বাম পাশে উলম্বভাবে পাকিস্তানের চাঁদ-তারকাশোভিত পতাকা রেখার মাধ্যমে আঁকা হয়েছে। মূল পতাকার নকশা অনুভূমিক। সাধারণত কোনো স্থানে জাতীয় পতাকা বা পতাকার চিহ্ন ব্যবহার করা হলে সম্মানজনক ও সতর্কভাবে তা ব্যবহার করা হয় ; এখানে এর ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। অনুভূমিক (ঐড়ৎবুড়হঃধষ) নকশার পতাকাকে উলম্বভাবে (ঠবৎঃরপধষ) আঁকা হয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন পতাকাটি মনোগ্রামে জোর করে বসানো হয়েছে। তাতে পতাকায় শোভিত চাঁদ ও তারকার চিহ্নটি ৯০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে। পতাকার দুটি রং বোঝাতে একটি লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। পতাকায় অঙ্কিত চাঁদ-তারাসহ অন্যান্য রেখা একই ঘনত্বে আঁকা ।

ধান, পাট ও নৌকা : বাংলাদেশ তথা পূর্ব-পাকিস্তান কৃষিপ্রধান দেশ। এই জনপদের ৮০% মানুষ সরাসরি কৃষিকাজ ও কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃত্তির সাথে জড়িত। ধান এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য এবং পাট চাষের জন্য চিরকাল উর্বর এ দেশের মাটি। তৎকালে পাট চাষের পাশাপশি গড়ে উঠেছিল বেশকটি পাটকল প্রতিষ্ঠান; যেখানে তৈরি পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি হতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পাশাপাশি এই ব-দ্বীপ অঞ্চলটি ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদীতে পরিপূর্ণ। তাই এই নদীমাতৃক অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক জীবনের কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় মনোগ্রামের নকশাতে ধান, পাট, নদী ও নৌকার চিহ্নে বিধৃত হয়েছে।

তৃতীয় মনোগ্রাম (১৯৭২-১৯৭৩)

চিত্র : ৩
১৯৭২-১৯৭৩ সালে ব্যবহৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় মনোগ্রাম

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালে একটি ধর্মনিরপেক্ষ মনোগ্রামের নকশা করা হয়; যেখানে খোলা বইয়ের বুকে 'শিক্ষাই আলো' কথাটি এবং বইয়ের নিচে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' কথাটি স্থাপিত হয়েছে। এ নকশায় বইয়ের উপরে জাতীয় ফুল 'শাপলা' ও আলোর বিচ্ছুরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম নতুন করে তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে উপযুক্ত একটি নকশা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসানকে নতুন মনোগ্রামের ডিজাইনের দায়িত্ব দেন। (সূত্র : শিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী'র সাথে আলাপচারিতা, ৩০ জানুয়ারি, ২০২১)। উন্মুক্ত বইয়ের আকৃতিতে ডিজাইনকৃত মনোগ্রামের মূল নকশার মাঝ বরাবর লেখা 'শিক্ষাই আলো' বাণী। খোলা বইয়ের ওপরে মধ্য কম্পোজিশনে (Middle composition) অনেকটা প্রজ্বলিত প্রদীপের মতো বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। এর চারপাশে ওপরে জায়গা ছেড়ে দিয়ে ছোট-বড় সরলরেখায় অর্ধবৃত্তাকারভাবে বিন্যস্ত আলোক রশ্মি। নিচে পুষ্ট হরফে ইষৎ বক্রভাবে বাংলায় লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী ছিল এই মনোগ্রাম। প্রকাশিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের অপছন্দ ও তাদের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আবার মনোগ্রামের নকশায় পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেন।

বর্তমান মনোগ্রাম (১৯৭৩-বর্তমান পর্যন্ত)

১৯৭৩ সালে পুনরায় পরিবর্তিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামটিতে পূর্ববর্তী মনোগ্রামের মতোই ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখা হয়েছে। সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটো- 'শিক্ষাই আলো' বাণী এবং জাতীয় ফুল শাপলাও বহাল রয়েছে। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পূর্বের তিনটি মনোগ্রাম ছিল শুধু কালো রেখার মাধ্যমে নকশা করা। বর্তমান মনোগ্রামটি রঙিন; যেখানে তিনটি সলিড রং ব্যবহার করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

চিত্র : ৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
বর্তমান মনোগ্রাম

বর্তমান মনোগ্রামের নকশাকার শিল্পী অধ্যাপক সমরজিৎ রায় চৌধুরী'র সাথে সরাসরি কথোপকথনের (৩০ জানুয়ারি, ২০২১) মাধ্যমে জানা যায়-পুনরায় মনোগ্রামের ডিজাইন করার জন্য তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে উপাচার্য নিজে এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে সদস্য হিসেবে অন্তভুক্ত করা হয়। সে-সময়ে মনোগ্রামের নকশা জমা দিয়েছিলেন-শিল্পী হাশেম খান, শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী এবং শিল্পী রফিকুন নবী। কমিটির পক্ষ থেকে শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী ডিজাইনকৃত বর্তমান মনোগ্রামের নকশাটি বাছাই করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে আজ অবধি উক্ত মনোগ্রামটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক হিসেবে গৌরবের সাথে বহাল রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মনোগ্রামের মতো এই মনোগ্রামও শিল্ডের আকৃতিতে করা, তবে এখানে নিচের অংশে মিল থাকলেও উপরের দিকে উলম্ব (Vertical) রেখা গিয়ে চতুর্ভুজ/বর্গাকার আকার নিয়েছে। নকশার মাঝ বরাবর অনুভূমিক (Horizontal) রেখা টেনে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিচের অংশ আবার মাঝ বরাবর একটি উলম্ব (Vertical) রেখা দিয়ে দুই ভাগ করা হয়েছে। গাঢ় নীল রঙের জমিনের চারিদিকে সোনালি লাইনের বর্ডার, মাঝের দুটি উলম্ব ও অনুভূমিক রেখার রং সোনালি। উপরের অংশে লাল রঙের আলোকশিখা, তার পাশে সাতটি ছোট ছোট রিভার্স লাইনে আলোর বিচ্ছুরণ, আলোকশিখার উপরে অর্ধবৃত্তাকারে লেখা 'শিক্ষাই আলো'। নিচের অংশের বামদিকে জাতীয় ফুল শাপলা, সাদা রিভার্সে। সোনালি রঙের রেখা দিয়ে ফুলের চিহ্নটি আঁকা হয়েছে।

ফুলের নিচে পানির চিহ্নরূপ দুইটি সমান্তরাল তরঙ্গরেখা। জ্ঞানদৃষ্টির প্রতীকরূপে ডান পাশে একটি চোখের ফর্ম, এর গোল মণির মধ্যে বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'অ' লেখা রয়েছে। একদম নিচে লাল ফিতায় সাদা রিভার্সে বাংলায় লেখা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। মনোগ্রামের নকশায় ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্নগুলো নিয়ে ডিজাইনার শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী বলেন :

> 'শিক্ষাই আলো' কথাটির জন্য আলোকশিখা এনেছি। চোখ এনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতীক হিসেবে। চোখের মাঝখানে রেখেছি স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর; মাতৃভাষার জন্য ছাত্রদের অবদানের কথা ভেবে। ফুল এসেছে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে। শাপলা যেহেতু জাতীয় ফুল তাই অন্য ফুলের কথা ভাবিনি। এখানে নীল রঙের ব্যবহার করেছি পরিচ্ছন্নতা বোঝাতে। লাল এসেছে আমাদের পতাকার লাল থেকে, মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথা স্মরণ করে।" (শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা, ৩১ জানুয়ারি, ২০২১)

উল্লেখ্য, মনোগ্রামে ব্যবহৃত সোনালি রঙের কোনো ব্যাখ্যা শিল্পী এতদিন পর স্মরণ করতে পারেননি। তবে তিনি ধারণা করেন-"তখন হয়তো সোনার বাংলা বোঝাতে চারিদিকে সোনালি রঙের একটা বেষ্টনী দিয়েছিলাম, সে-ভাবনা থেকেই সোনালী রঙের রেখা ব্যবহার করেছি।"

মনোগ্রাম যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে শুরু থেকেই তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন হয়ে আছে। দুঃখের বিষয়, পুরোনো কাগজপত্র রক্ষাণাবেক্ষণের প্রয়োজন বোধ করেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। হয়তো একটি সময় কিছু রক্ষিত ছিল, পরবর্তীকালে তা-ও অযত্নে নষ্ট হয়ে যায়। নকশায় পুনঃপুন বদল এলেও এর তেমন কোনো লিখিত নথিপত্র পাওয়া যায়নি। ১৯২১ সালের প্রথম মনোগ্রামের ডিজাইনার কে, এর নকশায় অঙ্কিত প্রতীকগুলো কেন ব্যবহৃত হয়েছে-এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা ছিলো কি না এবং তৎকালে কোন সভা হয়েছিলো কি না, এসব বিষয়ে কোন দলিল বা নথিপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড শাখায় সংরক্ষিত নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারে সংরক্ষিত পুরোনো পত্র-পত্রিকায় মনোগ্রাম সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড শাখা, প্রশাসন-৫ (যেখানে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য তথ্যপত্র রক্ষিত থাকে) এবং ঢাকা বিশ্ববদ্যিালয় গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণ শাখা কোথাও এই সম্পর্কে কোনো তথ্য-প্রমাণ, দলিল বা নথিপত্রের সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া

যায়নি। পরবর্তী তিনটি মনোগ্রামের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ করা যায়, সিদ্ধান্ত আকারে লিখিত কোনো ডকুমেন্ট পাওয়া যায়নি। বর্তমান মনোগ্রামের ডিজাইনার শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সাথে আলাপচারিতার ভিত্তিতে দ্বিতীয় মনোগ্রামের ডিজাইনারের নাম এবং তৃতীয় ও বর্তমান মনোগ্রাম তৈরির সে-সময়ের ঘটনাবলি জানতে পারা যায়। শুধু প্রমাণ হিসেবে পাওয়া গেছে, ২০১২ ও ২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯১ এবং ৯২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত স্যুভেনিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার সময়ের চারটি মনোগ্রামের ছাপানো ছবি। ২০১৩ সালে প্রকাশিত স্যুভেনিরে দেখা যায় বর্তমান মনোগ্রামের নীল রঙের সাথে মিলিয়ে পূর্ববর্তী তিনটি মনোগ্রামের জমিনে গাঢ় নীল রং ব্যবহার করা হয়েছে এবং মূল নকশা, প্রতীক, চিহ্ন, লেখা, রেখা ইত্যাদি উপাদানগুলো রিভার্স অর্থাৎ সাদা রঙে উপস্থাপন করা হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ২০১২ সালে আরও ভয়াবহ অবস্থায় প্রকাশিত হতে দেখা যায় মনোগ্রাম। সেখানে জমিনে সবুজ রং ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে প্রথম তিনটি মনোগ্রাম ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যতীত শুধু কালো রেখায় নকশাকৃত সেখানে এ ধরনের উদাসীনতা নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের রুচিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

বর্তমান সময়ে ও পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হিসেবে যাঁরা পরিচিত, তাঁদের প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত– হয় ছাত্র নয়তো শিক্ষক। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনকারী প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী। কিন্তু প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে ভৌগোলিক ও সামাজিক পটপরিবর্তনের কারণে তিনবার যে মনোগ্রামের নকশায় পরিবর্তন এসেছে সবকিছুই হয়েছে হয়তো এককেন্দ্রিক; যা লক্ষ করা যায় বর্তমান মনোগ্রামের ডিজাইনার শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরীর সাথে আলাপচারিতায়। দেশভাগ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তৎকালীন উপাচার্যগণ নিজস্ব ভাবনা চিন্তা থেকেই হয়তো মনোগ্রামের নকশায় বদল আনার উদ্যোগে নিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান মনোগ্রামের বিষয়ে ১৯৭৩ সালে একটি কমিটি করা হলেও সে-সম্পর্কে কোনো লিখিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে বলে জানা যায়নি। যে প্রতীক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচয় বহন করে, সে-প্রতিষ্ঠানের উচিত উক্ত প্রতীক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করবে।

উপসংহার

মনোগ্রাম হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের মৌলিক চিহ্ন, যার মাধ্যমে মানুষের সাথে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক দৃষ্টিগত যোগাযোগ ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনোগ্রাম অঙ্কিত হয় আলংকারিক ধারার সমন্বয়ে। এই অলংকারের নিহিতার্থ অনুধাবনের উপায় হিসেবে মনোগ্রামে চিত্রিত বহুবিধ চিহ্নরূপী উপাদান যেমন-রং, রেখা, টেক্সচার, অক্ষর ইত্যাদির বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এসব উপাদানের চিহ্নতাত্ত্বিক অর্থ নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কী বার্তা প্রদান করছে, সে-ভাষা শনাক্ত করাও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের ভাষা অনুধাবন করার চেষ্টা মানে রুচির চর্চা। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় হলো দেশের বিদ্যাচর্চার সর্বোচ্চ চিহ্নায়ক। তাই এই চর্চা বৃদ্ধি পেলে হবে রুচির প্রসারণ। ফলে নতুন আঙ্গিকে তৈরি হবে ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মনোগ্রাম নকশা চিত্রণ।

তথ্যসূত্র

অজয় রায় (২০১৩)। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পত্রিকা। জনসংযোগ দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আয়শা বেগম (২০১১)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : স্মৃতি নিদর্শন।* শস্যপর্ব, সিলেট।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) (২০০১)। অভিভাষণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ । বাঙালির আত্মপরিচয়। বর্ণায়ন, ঢাকা।

শেখ মাসুম কামাল (২০১৯)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে রাজনীতি ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ।* দ্যু প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান (২০০৫)। *বাংলাদেশের সংস্কৃতি।* ঐতিহ্য, ঢাকা।

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৬)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা।* প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ রেজাউর রহমান (২০১৩)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ঐতিহ্যের ৯২ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পত্রিকা।* জনসংযোগ দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

M. A. Rahim (1981). *The History of the University of Dacca.* University of Dhaka.